E-CONTENT PREPARED BY

Smt. Susmita Roy

SACT

Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. SEM-V Honours in Bengali

Name of Course: Srikanto:Saratchandra Chattopadhaya

Topic of the E-Content: Gohor Choritro

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

৫ম সেমেস্টার অনার্স , শরৎচন্দ্র – শ্রীকান্ত উপন্যাস (চতুর্থ পর্ব)

"শ্রীকান্ত উপন্যাসের , চতুর্থ পর্বে গহর চরিত্র বিশ্লেষন ।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' । পাঠ্য শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'চতুর্থ পর্বের' দ্বিতীয় অধ্যায়ে , গহর চরিত্রের সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটে।

উপন্যাসের নায়ক চরিত্র , ভবঘুরে প্রকৃতির শ্রীকান্ত চাকরি সূত্রে কয়েকবছর বর্মায় ছিলেন। কয়েকদিন হল দেশে ফিরে , প্রথমে গ্রামের বাড়িতে দেখা করে , যখন কলকাতায় নিজের বাসায় ফিরছিলেন , তখন ট্রেনে ছোটবেলার বন্ধু গহরের সাথে তাঁর দেখা হয় ,

" আমায় চিনতে পারলে না ? আমি গহর।"

একই নদীর তীরে , এক ক্রোশ পথের দূরত্বে , একসময় তাদের দুজনার বাড়ি ছিল । গহর ছিল অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে । জমিজমা চাষ আবাদে পূর্ন ছিল তাদের পরিবার । যদিও তার পিতামহ ছিলেন মুসলমান ফকির সম্প্রদায়ের লোক । কিন্তু গহরের পিতা পাটের ব্যবসা করে প্রচুর সম্পত্তি করেছিলেন , এবং গহরের সারাজীবনের স্বচ্ছল ব্যবস্থা করে গেছিলেন । কিন্তু সংসার – জীবন সম্বন্ধে উদাসীন , প্রকৃতি প্রেমি গহর চিরকালই আধপাগলা গোছের ছিল । আসলে গহর ছিল শ্রীকান্তের পাঠশালার বন্দু , বয়সে শ্রীকান্তের চেয়ে চার বছরের বড় হলেও , মনের দিক থেকে গহর ছিল শিশুর মতো সরল । তাই দীর্ঘ দিন পর , হঠাৎ বন্ধু শ্রীকান্তকে ফিরে পাওয়ার আবেগ ধরে রাখতে না পেরে , জোর করে সে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে ।

গহরের পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত বাড়ির বর্তমান অবস্থা ভালো নয় ।

কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনোরম , ...

" গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেনুবন , খুব সম্ভব তাহার কোকিল , দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশ শিস দিয়া গান গাহিয়া কবিকে ব্যকুল করিয়া দেয়"।

গহর ছিল কবি মনের মানুষ । যে কোনো বিষয় নিয়ে সে পাঁচালি ধরনের ছড়া বানিয়ে

ফেলতে পারত । তার ছড়ার বিষয়বস্তু ছিল মনিপুরের যুদ্ধ , টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী ইত্যাদি । গহর ধর্মে মুসলিম মুসলিম হলেও , ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না । তাই সহজ – সরল – মনের গহর কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ন রচনার স্বপ্ন দেখেছিল ।

গহর ছিল দয়ালু মনের মানুষ । সে তার মায়ের মতো স্নেহশীল । তাদের প্রতিবেশী নয়নচাঁদ চক্রবর্তী তার বাবার সাথে মামলায় হেরে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছিল , পিতার মৃত্যুর পর , গহর নয়নচাঁদ চক্রবর্তীর সর্বস্ব ফিরিয়ে দিয়েছিল ।

মুরারীপুরের বৈষ্ণব আখড়া ছিল গহরের মানসিক শান্তির জায়গা , আখড়ার বর্তমান আধিকারিক দ্বারিকদাস বৈরাগী ছিলেন গহরের পরম বন্ধু । সেই সূত্রে আখড়ার বৈষ্ণবী বিশেষত কমললতার সাথে গহরের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল । যদিও সমাজ হিন্দু মুসলিম এই হার্দিক সম্পর্ক মেনে নেয় নি । তাই উপন্যাসের শেষে গহরের মৃত্যুশয্যায় তিন্দিন কমললতা গহরের সেবা করেছিল বলে , কমললতাকে মুরারীপুরের আখড়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল ।

পরিশেষে বলা যায় , ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র গহর । সংসার বৈরাগী , নির্লিপ্ত , প্রকৃতি প্রেমি , কবি গহর আজও বাংলা সাহিত্যে স্মরনীয় ।